

আদর সৎহাসন ব্রত

আদর সৎহাসন ব্রত

আদর সৎহাসন ব্রতের সময় বা কাল- **আদর সৎহাসন ব্রত একটি বৈশাখ মাসের ব্রত।** মহাবিশ্ব চত্বৈঃ সংক্রান্তিতে এই ব্রত নতি হই। আর চার বছর এই ব্রত পালন করে বৈশাখী সংক্রান্তি (বিশ্বপদী)-তে এর উদযাপন করার নিয়ম। সকল ঐশ্য-সুত্রীলোক বা সধবা রা এই ব্রত নওয়ার অধিকারিণী।

আদর সৎহাসন ব্রতের দ্রব্য ও বধিান- সারা বৈশাখ মাস ধরে প্রতদিন সকালে একজন সধবা সুত্রীলোক একজন ব্রাহ্মণ কে ফুলের মালা পরিয়ে কপালে চন্দনের ফোটা আর হাতে কঁচি মস্টিয়ান ও কঁচি দক্ষিণা দিতে হবে।

সধবা সুত্রীর মাথায় গন্ধ তলে দিয়ে, ভালো করে চুল আঁচড়ে সঁদির পরিয়ে দিয়ে লাল পড়ে শাড়ি পরিয়ে দেবে। পায়ে আলতা, হাতে কর ও লোহা (নোয়া) পরিয়ে দেওয়া কর্তব্য।

এরপর সঁদির চুপড়ি, আয়না, চরুনি, আলতা ও পয়সা দিয়ে, খুব তৃপ্তি করে ভজন করাবে আর বকিলে নানা রকমের ফলমূল, মস্টিয়ান, কঁচি ইত্যাদি তার হাতে তুলে দেবে।

এই সঙ্গে ব্রাহ্মণকেও কাপড়, চাদর, খড়ম, ছাতা, চন্দন ও ফুলের মালা পরিয়ে খুব যত্ন করে ভজন করাতে হয়। আর বকিলে নানা রকম ফল — মূল মস্টিয়ান ও দক্ষিণা দেওয়ার নিয়ম।

সারা **বৈশাখ মাস** ধরে এই ভাবে ব্রত পালন করে যেতে হবে। দ্বিতীয় বছরে দুজন সধবা ও দু'জন ব্রাহ্মণ, তৃতীয় বৎসরে তিনজন সধবা ও তিনজন ব্রাহ্মণ ও চতুর্থ বছরে চার জন সধবা ও চার জন ব্রাহ্মণকে নমিন্ত্রণ করতে হবে।

এরপর চারজন সধবা কে একত্রে বসিয়ে তাদের পায়ে ধুয়ে আলতা পরিয়ে দিতে হবে আর লাল পড়ে শাড়ি, সঁদির কটাতো, সঁদির চুপড়ি, পাখা, গামছা, চরুনি, আয়না, আলতা, মাথা ঘষা,

ইত্যাদি দিয়ে চন্দন মালা পরিয়ে খুব তৃপ্তি সঙ্গে ভজন করাতে হবে, আর

বকিলে নানারকম ফল – মূল , মষিটান্ন ও দক্ষিণা দেওয়া প্রয়োজন। চারজন ব্রাহ্মণ এর পরবির্ততে একজন ব্রাহ্মণ হলওে চলবে।

তবে সেই ব্রাহ্মণকেও এই রকম গন্ধদ্রব্য, মালা, কাপড়, চাদর ,পাদুকা, ছাতা, ও পঠিতে দেওয়ার ন্যয়িম। ব্রাহ্মণকেও সকালে বেশে ভালো করে ভোজন করাতলে হবে আর বকিলে ফলমূল মষিটান্ন ও দক্ষিণা দতিবে হবে।

আদর সিংহাসন ব্রতরে ফল- **আদর সিংহাসন ব্রত একটি বশৈখ মাসরে ব্রতকথা**। এই আদর সিংহাসন ব্রত সব ব্রতরে মধ্যশ্রেষ্ঠ ব্রত। এর ফলে যবে স্ত্রীলোক এই ব্রত পালন করে সে সকলরে কাছই আদর পায়। ব্রতরে শেষে **ব্রতকথা** পড়া বা শোনা অবশ্যই কর্তব্য।

সকল ব্রতরে সরো আদর সিংহাসন।

সবার আদর পায়, সে নারী যবে করে পালন।

